দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 ... 1990
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

৭২

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়, ৭ই জানুয়ারী– বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সের প্রফেসর মুহম্মদ আসাদুর রহমান পশুপালন গ্র্যাজুয়েটদের জন্য জেলায় একটি করে পদ সৃষ্টির জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ পশুপালন সমিতির তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এই দাবী জানান। দেশের পশু সম্পদের অবক্ষয় রোধ, পশু উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রজনন, পুষ্টি এবং ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, এই সব কাজের দায়িত্ব পশুপালনবিদদেরই দিতে হবে। তাই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু উপজেলাসমূহে পশুপালন গ্র্যাজুয়েটদের পশু সম্পদের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্য অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে।

০ ০ ০ ০

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদের সাধারন সম্পাদক আশরাফুজ্জামান সেলিম সম্প্রতি ঢাকার শের বাংলা নগর বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে এক শ্রেণীর ছাত্র কর্তৃক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক যে আচরণ এবং কলেজে ভাঙচুরের যে ঘটনা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং যোগে শিক্ষকদের পদত্যাগের সংগেও একাত্মতা ঘোষণা করেন

০ ০ ০ ০

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় সম্মেলন ও শাখার নবীনবরণ '৮৯ গত ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদিন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। আলতাফ হোসেন বকুলের সভাপতিত্বে নবীন বরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি মহাদেব সাহা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যুবনেতা মাহবুব জামান। এ উপলক্ষে ২১শে ডিসেম্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আকর্ষনীয় র‍্যালী বের করা হয়।

০ ০ ০ ০

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী নিবাস সুলতানা রাজিয়া হলের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গত ৭ই ডিসেম্বর কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ গ্যালারীতে সম্মেলন ও নবনি বরণ '৮৯ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এসএসসি পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণেচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিষয়ে ১৮ টাকা, কেন্দ্র ফিস ৫০ টাকা ও সার্টিফিকেট ফিস ১৮ টাকাসহ মোট ২শ' ৪৮ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু স্কুলগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং ফিস, উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে। বিভিন্ন স্কুলে ১ হাজার টাকা হতে ১ হাজার ৭শ' ৪৮ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে।

নিয়ম বহির্ভূত এই ধরনের অনিয়ম থেকে সরকারী স্কুলগুলোও বাদ পড়েনি। বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৯শ' ২৪ টাকা এবং মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৮শ' ৩৪ টাকা নেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে টিউশন ফিস, ... ফিস ইত্যাদি খাত দেখানো হয়। একেক জন পরীক্ষার্থীর ৬ মাসের অগ্রিম বেতন ১শ' ৫০ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়ার পরেও সেটা মানা হচ্ছে না। উপরন্তু পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং ফিস বাবদ ৪শ' টাকা এবং উন্নয়ন ফিস বাবদ ১শ' ৫০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

একটি সূত্র জানায়, আগামী মে মাস থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ ঘোষণা করার পরেও অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জুন মাস পর্যন্ত টিউশন ফিস নিয়েছে। কিন্তু টিউশন ফিস ও কোচিং ফিস একত্রে নেয়া হলেও স্বাভাবিকভাবে ক্লাস নাও হতে পারে। তখন কেবল মাত্র কোচিং ক্লাস করানো হবে। অবশ্য অনেক পরীক্ষার্থীই কোচিং ক্লাস করতে অনীহা প্রকাশ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক খবর প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, অনেক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছে করেই বিভিন্ন বিষয়ে ফেল করানো হয়েছে। আর ফেল করার অজুহাত দেখিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতি বিষয়ের জন্য মোট পরীক্ষার ফিস হতে অতিরিক্ত ৫৫ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২শ' টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। যার কারণে অনেক পরীক্ষার্থী এখনও ফরম পূরণ করতে পারেনি।

শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ফিস আদায় করা সম্পর্কে গ্রামের স্কুলের একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণেই বেশী ফিস নেয়া হয়। কেননা গ্রামের বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন মাসের পর মাস অনাদায়ী থাকে। যার কারণে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ফিস আদায় করা হয়।